চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে অক্সিজেন সিলিন্ডার বিতরণ

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার পুলিশ হবে জনতার এই শ্লোগানকে একের পর এক বাস্তবে রুপান্তর করে চলেছেন পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা। বৈশ্বিক মহামারীর অংশ হিসেবে বাংলাদেশেও করোনা ভাইরাসের প্রভাব পড়লে করোনা প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকার কঠোর লকডাউন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। চুয়াডাঙ্গা জেলায় করোনা প্রার্দূভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় করোনা আক্রান্ত হয়ে অনেক মানুষ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে। চুয়াডাঙ্গা জেলার কৃতি সন্তান ঢাকা মেট্রো পলিটন পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার অতিরিক্ত আইজিপি মোহাঃ শফিকুল ইসলাম (বিপিএম-বার) এঁর উদ্যোগে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত রোগীদের জন্য আবুল খায়ের গ্রুপের সৌজন্যে ১০ (দশ)টি বড় অক্সিজেন সিলিন্ডার চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে প্রেরণ করেন তিনি।

বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে বারোটার সময় পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা মোঃ জাহিদুল ইসলাম উক্ত ১০ (দশ)টি বড় অক্সিজেন সিলিন্ডার সদর হাসপাতালের করোনা ইউনিটে চিকিৎসারত রোগীদের জন্য পৌছে দেন। পুলিশ সুপার চুয়াডাঙ্গার নিকট থেকে সিভিল সার্জন চুয়াডাঙ্গা এসএম মারুফ হাসান ১০ (দশ) টি বড় অক্সিজেন সিলিন্ডার গ্রহণ করেন।

উক্ত অক্সিজেন সিলিন্ডার বিতরণকালে আরো উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও)এ এস এম ফাতেহ্ আকরাম চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ আবু জিহাদ ফখরুল আলম খানসহ জেলা পুলিশের অফিসার ফোর্স।

সাহারবাটিতে কর্মহীন মানুষের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপহার সামগ্রী বিতরণ

দুই সপ্তাহের কঠোর লক ডাউনে কর্মহীন দরিদ্র মানুষের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ বিতরণ শুরু হয়েছে মেহেরপুর গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে এ উপহার সামগ্রী প্রদান শুরু করেন ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান এর তত্বাবধানে সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক উপহার সামগ্রী বিতরণ কাজ বাস্তবায়ন করছেন। এসময় ইউপি সচিব আব্দুল মতিন, সংরক্ষিত মহিলা ইউপি সদস্যা ও সদস্য বৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন। পরিষদের গ্রাম পুলিশদের মাধ্যমে উপহার গ্রহিতাগণ সকলে সামাজিক দুরুত্ব মেনে মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করে শৃংখলার সাথে উপহার সামগ্রী গ্রহন করেন।

প্রতিটি পরিবারের জন্য ১০ কেজি চাল, দুই কেজি আলু, দুই লিটার তেল, এক কেজি লবন, এক কেজি ডাল, এক টি সাবান, এক কেজি চিনি, এক প্যাকেট সেমাই, এক প্যাকেট মাস্ক ও নগদ ৫০০ শত টাকা দেওয়া হচ্ছে। ইউনিয়নের ৩০০ জন উপকার উপকারভোগী এ উপহার সামগ্রী পর্যায়ক্রমে গ্রহন করবে।

লকডাউন পরিস্থিতি ও আসন্ন ঈদের আগে এ উপহার সামগ্রী পেয়ে অনেক আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন উপহার গ্রহন করতে আসা ব্যক্তিদ্বয়।

মেহেরপুরে মানসিক ভারসাম্যহীন এক নারীর মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরে মানসিক ভারসাম্যহীন এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর শহরের নতুন বাস টার্মিনাল থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। জানা গেছে ওই নারীর নাম মনুয়া (৬০)। সে দীর্ঘ দশ বছর আগে মেহেরপুর আসে। এত বছর সে মেহেরপুরে থাকলেও তার পরিবারের কোন সদস্যদের খোঁজ পাওয়া যায়নি। মনুয়াকে নতুন বাস টার্মিনাল এলাকায় ব্র্যাক অফিসের সামনে নয়ন নামের এক দোকানদার দেখভাল করতেন। মনুয়া নতুন বাস টার্মিনালে রাত্রিযাপন করতো। আজ সকালে টার্মিনাল এলাকার এক দোকানদার তাকে বার বার ডাকলেও মনুয়া না উঠলে তার সন্দেহ হয়। পরে কাছে গিয়ে বুঝতে পারে মনুয়া মারা গেছে।
মনুয়া পাগলি স্বভাবের হলেও এলাকার অনেককেই আপন করে নিয়েছিলেন।

মেহেরপুরে মাত্র ৬জন চিকিৎসক চালাচ্ছেন করোনা ওয়ার্ড

রুপালী খাতুন, মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়ার বাসিন্দা। ১০ দিন আগে করোনা পজেটিভ হয়। পজেটিভ হওয়ার ৬দিন পর্যন্ত বাড়িতেই আইসোলেশনে থেকে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন।

শ্বাসকষ্ট বেড়ে যাওয়ায় ভর্তি হন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে। থেমে থেমে অক্সিজেন কমে যাচ্ছে। হাসপাতালের সেন্ট্রাল অক্সিজেন প্লান্ট থেকে অক্সিজেন দিয়ে অক্সিজেনের মাত্রা বাড়ানো হচ্ছে। রুপালী খাতুনের যন্ত্রণার এ কথা গুলো বলছিলেন তার ভাতিজা শাহেদ আলী। তিনি গতকাল বুধবার দুপুরে খাবার হাতে করে করোনা ওয়ার্ডের পাশে অপেক্ষা করছিলেন।

রুপালী খাতুনের মত করোনা ওয়ার্ডের রেড জোনে গতকাল দুপুর পর্যন্ত চিকিৎসাধীন ছিলেন ৫৪ জন। উপসর্গ নিয়ে হলুদ জোনে

চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৫১ জন। চারদিন হলুদ জোনে চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামের এমদাদুল হক। হাসপাতালে গেটে ইজিবাইকে ওঠার সময় কথা হয় তার সঙ্গে। হাসপাতালের চিকিৎসা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি।

গতকাল বুধবার দুপুরে প্রায় ঘন্টাখানেক হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ড, রন্ধন শালা, সেন্ট্রাল অক্সিজেন প্লান্টসহ বিভিন্ন স্থান সরেজমিন পরির্দশন করা হয়। সরেজমিনে অন্য দিনগুলোর চেয়ে গতকালের চিত্রটি ছিল সহনীয়। গতকাল দুপুর পর্যন্ত হাসপাতালে কেউ মারা যায়। আগের দিন করোনা পজিটিভ হয়ে একজন এবং উপসর্গে ২ জন মারা গিয়েছিলেন।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, ১০০ বেডর বিপরীতে চিকিৎসক দরকার ৪২ জন সেখানে রয়েছেন ২৪ জন। ৪র্থ শ্রেণীর জনবল ৪৩ জনের বিপরীতে রয়েছেন ১৬ জন। এদের মধ্যে ৭জন চিকিৎসক করোনা ওয়ার্ডের দায়িত্বে রয়েছেন। ৭জনের মধ্যে একজন করোনা আক্রান্ত হয়ে আইসোলেশনে রয়েছেন।

হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডের ইনচার্জ সিনিয়র নার্স রিপনা খাতুন জানান, অন্যদিনের তুলনায় আজকের চিত্র মোটামুটি ভালো। গত ৩০ জুন থেকে গতকাল পর্যন্ত করোনা পজিটিভ হয়ে ভর্তি হয়েছেন ১২২ জন। মারা গেছেন ৮ জন। আজ চারজন গুরতর অবস্থায় রয়েছেন।
হাসপাতালের আরএমও মোখলেসুর রহমান জানান, বর্তমানে যারা পজিটিভ হয়ে রেড জোনে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাদের মধ্যে চারজন গুরতর রয়েছেন। তবে করোনা রোগীরা দ্রুত অবস্থা করে ফলে সবসময় অতিরিক্ত নজরে রাখতে হচ্ছে।

বর্তমানে যে ভ্যারিয়েন্টে সংক্রমিত হচ্ছে এটা খুব বিপদজনক। তিনি আরো জানান, ৭জন চিকিৎসক করোনা ওয়ার্ডে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তাদের মধ্যে একজন করোনা আক্রান্ত হয়ে আইসোলেশনে রয়েছেন। ফলে ৬জনকে দিয়ে করোনা ওয়ার্ড চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. রফিকুল ইসলাম জানান, খুব ভয়ানক অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এ এক কঠিন যুদ্ধ। এ যুদ্ধে সকলের সহযোগীতা চাই। মেহেরপুরে বর্তমানে অ্যান্টিজেন টেস্ট ও জিন এক্সপার্ট রিপোর্ট হচ্ছে। আরটি পিসিআর ল্যাব না থাকায় কুষ্টিয়ায় জট লেগে যাচ্ছে। সীমান্তবর্তী জেলা হিসেবে মেহেরপুরেও আরটিপিসিআর ল্যাব স্থাপন করা প্রয়োজন হয়ে দাড়িয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় বিনামূল্যে অক্সিজেন সেবার কার্যক্রম উদ্বোধন

সারা দেশের ন্যায় চুয়াডাঙ্গাতেও মহামারী করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। হাসপাতালে উপচেপড়া ভীড়। আসন সংখ্যা সীমিত হওয়ায় বেশীরভাগ রোগী বাড়িতে থেকে চিকিৎসা নিচ্ছে। শ্বাসকষ্ট হলে তাৎক্ষণিক বিনামূল্যে অক্সিজেন সেবা পেতে নীচে দেয়া নাম্বারে কল করুন। করোনা ভাইরাস মহামারীতে ২৪ ঘন্টা বিনামূল্যে অক্সিজেন সেবার উদ্বোধন করা হয়েছে।

বুধবার দুপুরে জেলা যুবলীগের সদস্য শরীফ হোসেন দুদুর সার্বিক সহযোগিতায় চুয়াডাঙ্গা শহরের নতুন বাজারে অবস্থিত যুবলীগের অফিসে এ সেবার উদ্বোধন করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা পৌর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নাঈম হাসান সজলের সঞ্চালনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন ডাঃ আফসার উদ্দীন কলেজের অধ্যক্ষ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা সেচ্ছাসেবক লীগের সদস্য মাহাবুবুর রহমান সেলিম, জেলা যুবলীগের সদস্য অ্যাড.তসলিম উদ্দীন ফিরোজ, জেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক জাকির হুছাইন জ্যাকি, সদর থানা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সুমন রেজা, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সদস্য আব্দুস সামাদ, খায়রুল, আলম, কালাম, ছাত্রলীগ নেতা হৃদয়, ফিরোজ আলম, ইমরোজ, রাজন খালেকসহ যুবলীগ এবং ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ।

যারা এ কাজে নিয়োজিত আছেন তাদেরকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন উপকার ভোগীরা।

বিনামূল্যে অক্সিজেন সেবা পেতে প্রয়োজনে যোগাযোগ- শরিফ হোসেন দুদু (০১৭১২৫৩৫৩৪২) সুমন রেজা (০১৭১২৬৯৯৭৪৫) নাঈম পারভেজ সজল (০১৯৪২২৪০০২৪) জাকির হুছাইন জ্যাকি (০১৭১০০৩৫২২২)

কুষ্টিয়ায় লকডাউন অমান্য করায় ৫৪ জনকে জরিমানা

দুই সপ্তাহব্যাপী ঘোষিত লকডাউনে বুধবার সরকারি বিধি-নিষেধ অমান্য করায় কুষ্টিয়ায় ৫৪জনকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। বুধবার দিনব্যাপী জেলার ছয়টি উপজেলায় পৃথক পৃথক ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে এই অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

করোনা সংক্রমণ রোধে সারাদেশে ১ জুলাই থেকে ১৪ জুলাই দুই সপ্তাহ কঠোর লকডাউনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। লকডাউন কার্যকর করতে বুধবার জেলার সকল উপজেলায় আলাদা আলাদা ভ্রাম্যমাণ আদালতের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর টহল জোরদার করা হয়। কিন্তু সরকারি বিধিনিষেধ উপক্ষো করে দোকান-পাট খোলা, অযথা ঘোরাফেরা ও স্বাস্থ্যবিধি না মানায় পৃথক ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালায়।

অভিযানে স্ব-স্ব উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএ্নও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রে, সহকারী কমিশনার (ভুমি) ৩৩ টি মামলায় ৩৬ হাজার ২শ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করেন। কুষ্টিয়ার স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক মৃণাল কান্তি দে বলেন, দিনব্যাপী অভিয়ান পরিচালনা করে জেলা ছয়টি উপজেলায় ৫৪জনকে সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মুল) আইন, ২০১৮ (দন্ডবিধি,১৮৬০) বিধি মোতাবেক ৩৬ হাজার ২শ টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

তিনি আরও জানান, লকডাউন কার্যকর ও জনসাধারণকে সচেতন করতে সকল উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপজেলায় মাইকিং করা হয়েছে। পাশাপাশি ভ্রাম্যমাণ আদালত ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা মাঠে রয়েছে। যারা সরকার ঘোষিত নির্দেশনা অমান্য করবে তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

লকডাউন বাস্তবায়নে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

সরকার ঘোষিত কঠোর লকডাউন বাস্তবায়নের কুষ্টিয়ায় সর্বাত্মক লকডাউন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বরাবরের মতই কঠোর ভুমিকায় মাঠেই আছে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ। করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত দেশব্যাপী সর্বাত্বক লকডাউন বাস্তবায়নে জেলা পুলিশ কুষ্টিয়ার আয়োজনে স্বাস্থ্যবিধি মেনে জনসচেতনতার জন্য বিভিন্ন শ্লোগান সম্বলিত ব্যানার সজ্জিত গাড়ীবহর এবং সুসজ্জিত বাদকদলসহ এক শোভাযাত্রা কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন্স হইতে বিভিন্ন এলাকায় প্রদক্ষিণ করে। এসময় জেলা পুলিশের বাদক দলের বাদ্যের তালে তালে করোনা সচেতনতামুলক অডিও প্রচার করা হয়।

এ শোভাযাত্রার উদ্দেশ্য শুধুই জনগনকে অদৃশ্যশক্তি মরণঘাতি করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতন করা। সামনে থেকে করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে জন্মযোদ্ধা বাংলাদেশ পুলিশ তথা জেলা পুলিশ কুষ্টিয়া এবং ঘরে অবস্থান করে এই যুদ্ধে অংশ করবে জনগণ। পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া মহোদয় লকডাউন বাস্তবায়নের জন্য সুশীল সমাজসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ, প্রিন্ট এবং ইলেকট্রিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দের গুরুত্বপূর্ন ভুমিকার কথা উল্রেখ করেন। বৈশ্বিক মহামারি করোনাকালীণ সবাইকে সরকার কর্তৃক আরোপিত বিধি নিষেধ প্রতিপালন পূর্বক পুলিশকে সাহায্য করার জন্য আহবান জানান।

এদিকে কুষ্টিয়া জেলার সাত থানার সীমান্তবর্তী ও শহরের চেকপোস্টে কঠোর ভাবে পুলিশি নজরদারী থাকায় আন্তঃজেলা ও আভ্যন্তরীণ সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল। কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ সুপার মোঃ খাইরুল আলম বলেন, সারাদেশে মহামারি করোনা ভাইরাসের সংক্রমন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মহামারি করোনা ভাইরাসের সংক্রমন প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি মেনে মাস্ক পরার বিকল্প নেই। সবাই সচেতন হয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে মাস্ক পরুন। অকারনে বাইরে ঘোরাফেরা না করে সবাই নিজ নিজ ঘরে অবস্থান করে মহামারি করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে যান। ঘরে থাকুন নিজে নিরাপদ থাকুন এবং আপনার পরিবারকে নিরাপদ রাখুন।চলমান লকডাউন ব্যক্তি সার্থে নয়,

জনগনের কল্যাণের জন্য।সারাদেশে মহামারি করোনা ভাইরাসের সংক্রমন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মহামারি করোনা ভাইরাসের সংক্রমন প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি মেনে মাস্ক পরার বিকল্প নেই।সবাই সচেতন হয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে মাস্ক পরুন।অকারনে বাইরে ঘোরাফেরা না করে সবাই নিজ নিজ ঘরে অবস্থান করে মহামারি করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে যান।সবাই নিজ নিজ অবস্থানে থেকে এই অদৃশ্য শক্তির মোকাবেলা করতে হবে।

চলমান পরিস্থিতিতে কেহ বিধি-নিষেধ অমান্য করলে তার বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে পুলিশ সুপার মহোদয় দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

এ লকডাইন বাস্তবায়ন শোভাযাত্রায় আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অপরাধ), জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন খাঁন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জেলা বিশেষ শাখা), জনাব মোঃ রাজিবুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(সদর),জনাব আতিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল), বিভিন্ন থানার অফিসার ইনচার্জ, কুষ্টিয়া ট্রাফিক শাখা, কুষ্টিয়াসহ জেলা গোয়েন্দা শাখার অফিসার ফোর্সগণ।

চুয়াডাঙ্গায় করোনা ইউনিটে বিশুদ্ধ বোতলজাত পানি প্রদান

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার পুলিশ হবে জনতার এই শ্লোগানকে একের পর এক বাস্তবে রুপান্তর করে চলেছেন পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা। বৈশ্বিক মহামারীর অংশ হিসেবে বাংলাদেশেও করোনা ভাইরাসের প্রভাব পড়লে করোনা প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকার কঠোর লকডাউন কর্মসূচি গ্রহণ করেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলায় করোনা প্রার্দূভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় করোনা আক্রান্ত হয়ে অনেক মানুষ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত রোগীদের জন্য মৎস বাজার সমিতি, উদ্যোগে দুই হাজার ষোল লিটার বিশুদ্ধ বোতলজাত পানি প্রদান করেছেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম।

বুধবার বিকেল সাড়ে চারটার সময় পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা মোঃ জাহিদুল ইসলামের উপস্থিতিতে বিশুদ্ধ বোতলজাত পানি চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে করোনা ইউনিটে প্রদান করেন ।

পুলিশ সুপার চুয়াডাঙ্গার নিকট থেকে সিভিল সার্জন চুয়াডাঙ্গা এর প্রতিনিধী ডাক্তার আওলিয়ার রহমান বিশুদ্ধ বোতলজাত পানি গ্রহণ করেন। বিশুদ্ধ বোতল জাত পানি প্রদানকালে আরো উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) কনক কুমার দাস ও অফিসার ইনচার্জ চুয়াডাঙ্গা সদর থানা আবু জিহাদ ফখরুল আলম খানসহ জেলা পুলিশের অনান্য অফিসার ফোর্স।

কুষ্টিয়ায় ২৪ ঘণ্টায় করোনা- উপসর্গে ১৭ জনের মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে আরও ১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এবং নতুন করে ২৩৪ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের করোনা ইউনিটে তাদের মৃত্যু হয়। এর মধ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ১০ জন ও উপসর্গ নিয়ে ৭ জন মারা গেছেন।

বুধবার সকাল ১০ টায় কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. এম এ মোমেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ২৫০ বেডের করোনা ডেডিকেটেড এই হাসপাতালটিতে এখন শয্যার চেয়ে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেশি। করোনা আক্রান্ত এবং উপসর্গ নিয়ে বুধবার সকাল সাড়ে ৯টা পর্যন্ত ২৭৭ রোগী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এর মধ্যে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাই ১৮৭ জন। উপসর্গ নিয়ে ভর্তি রয়েছেন আরও ৯০ জন।

হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা (আরএমও) ডা. তাপস কুমার

সরকার জানান, শয্যা না থাকায় এখন রোগীদের মেঝেতে ও করিডোরে রাখতে হচ্ছে। প্রতিদিনই হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত এবং উপসর্গ নিয়ে আসা রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। রোগীর চাপ যেভাবে বাড়ছে তাতে সেবা দেয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াবে বলে। এদিকে, কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যাবে গত ২৪ ঘণ্টায় জেলায় ৮০১টি নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে নতুন করে ২৩৪ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। শনাক্তের হার ২৯ দশমিক ২১ ভাগ।

এ নিয়ে জেলায় করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল ৯ হাজার ৪৩২ জনে। এর মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ৬ হাজার ৩০ জন। মৃতের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২৭৫ জনে। নতুন করে শনাক্তের মধ্যে কুষ্টিয়া সদরের ৯৬ জন, দৌলতপুরের ৪৭ জন, কুমারখালীর ৩৯ জন, ভেড়ামারার ১৭ জন, মিরপুরের ১৬ জন ও খোকসার ১৯ জন।

কুষ্টিয়ায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে পিতা-পুত্রের মৃত্যূ

কুষ্টিয়ায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে পিতা-পুত্রের মৃত্যূ হয়েছে। বুধবার দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত চার ঘন্টার ব্যবধানে তাদের এ মর্মান্তিক মৃত্য হয়। কুষ্টিয়া বড় বাজারের ব্যবসায়ী ও শহরের আড়ুয়াপাড়া এলাকার বাসিন্দা হাজী আব্দুল আজিজ (৮৫) ও তার ছেলে মতিয়ার রহমান (৫২)।

জানা যায়, কুষ্টিয়া বড় বাজারের ব্যবসায়ী হাজী আব্দুল আজিজ কয়েকদিন আগে করোনা আক্রান্ত হয়ে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ বুধবার দুপুর সোয়া ১ টার দিকে মারা যান। এদিকে শহরের বেসরকারী ক্লিনিক তোফাজ্জুল হেলথ সেন্টারে চিকিৎসাধীন ওই ব্যবসায়ীর মেজো ছেলে করোনা আক্রান্ত মতিয়ার রহমান একই দিন বিকাল ৫ টার দিকে মারা যান। ক্লিনিকে চিকিৎসার এক পর্যায়ে মতিয়ার রহমান করোনা নেগেটিভ হলেও হঠাৎ শারিরিক অবনতিতে তিনি মারা যান।

এ ঘটনায় পরিবারসহ এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। উল্লেখ্য, গত এক সপ্তাহে কুষ্টিয়াতে করোনায় মারা গেছে ৮৮ জন। এছাড়া জেলায় এ